রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
কর্মসূচি-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ মাঘ ১৪২০ বঃ/০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রিঃ

নং **৪১.০০.০০০০.০৪১.০৪.০১৫.১২(অংশ)-১৭**—দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের প্রবীণদের অধিকার সমুন্নত রাখা এবং তাহাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সরকার "জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩" অনুমোদন করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ মেসবাহুল আলম
উপ-সচিব (কর্মসূচি-২ অধিশাখা)।

মূল্য ঃ টাকা ২০.০০

জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩

NATIONAL POLICY ON OLDER PERSONS 2013

০১. পটভূমি (Introduction):

প্রবীণ ব্যক্তিগণ দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হতে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশী। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৫ হতে ২০০০ এ পঁচিশ বছরে প্রবীণ জনসংখ্যা ৩৬ (ছত্রিশ) কোটি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ (ষাট) কোটিতে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ প্রবীণ জনসংখ্যার বছরে গড় বৃদ্ধির হার প্রায় ২.৬৮ শতাংশ। বাংলাদেশে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও অধিক। বাংলাদেশে প্রবীণ জনসংখ্যা ১৯৯১ সালে ছিল ৬০ (ষাট) লক্ষ যা ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৩ লক্ষে। এ ২০ (কুড়ি) বছরে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩(তিপান্ন) লক্ষে অর্থাৎ বছরে গড় বৃদ্ধির হার ৪.৪১ শতাংশ (প্রায়)। প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ হার অব্যাহত থাকলে আগামী ৫০ (পঞ্চাশ) বছরে প্রবীণ জনসংখ্যা উন্নয়নশীল দেশসমূহের মোট জনসংখ্যার ১৯ শতাংশে দাঁড়াবে। বিশ্বময় এ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক রূপান্তর ব্যক্তি, সমাজ, জাতীয় ও আর্থ-সামাজিক জীবনে মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলবে। কারণ প্রবীণ ব্যক্তিরা বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভোগেন এবং বার্ধক্য বর্তমান বিশ্বের একটি অন্যতম সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত।

প্রবীণদের বার্ধক্য, স্বাস্থ্যসমস্যা, কর্মঅক্ষমতা, পরিবার হতে বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে গুরুত্ব দিয়ে তাদের কল্যাণের জন্য ১৯৮২ সালে ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত প্রবীণ বিষয়ক প্রথম বিশ্ব সম্মেলনে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া ২০০২ সালে ১৫৯ টি দেশের প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে স্পেনের মাদ্রিদে প্রবীণ বিষয়ক ২য় বিশ্ব সম্মেলনে একটি সুসংবদ্ধ আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক ঘোষণা গৃহীত হয় যা 'মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক কর্ম-পরিকল্পনা' হিসাবে পরিচিত।

এ নতুন পরিকল্পনা সরকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সুশীল সমাজ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য তিনটি প্রধান অগ্রাধিকারমূলক নির্দেশক ও একগুচ্ছ কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে প্রবীণ বিষয়ক যে সকল সমস্যা ও সম্ভাবনা দেখা দেবে সেগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য এ কর্মসূচিগুলো নতুন ভিত্তি তৈরী করবে।

নাগরিক হিসাবে প্রবীণ ব্যক্তিগণ পূর্ণ অধিকার, সার্বিক নিরাপত্তা ও মর্যাদার সাথে যাতে ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য মাদ্রিদ বিশ্ব সম্মেলনের সদস্য রাষ্ট্রগুলো সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ঘোষণা উপস্থাপন করে।

- সকল প্রবীণ নাগরিকের মৌলিক স্বাধীনতা ও প্রতিটি মানবাধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়ন;
- নিরাপদ বার্ধক্য অর্জন অর্থাৎ প্রবীণ বয়সে দারিদ্র দূরীকরণ এবং প্রবীণদের জন্য জাতিসংঘ নীতিমালা বাস্তবায়ন;

- নিজেদের সমাজে স্বেচ্ছামূলক কাজ ও আয়বর্ধনমূলক কাজের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাপনে পরিপূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রবীণদের ক্ষমতায়ন;
- প্রবীণ ব্যক্তিদের শেষ জীবনে স্বচ্ছলতা, আত্ম-পরিতৃপ্তি ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের সুযোগের সংস্থান করা;
- সামাজিক উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক সংহতি, আন্তঃপ্রজন্ম নির্ভরশীলতার মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করা;
- প্রবীণ ব্যক্তিরা যাতে পূর্ণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করা এবং তাদের ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য ও সন্ত্রাস দূর করা;
- প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনমূলক স্বাস্থ্যসেবাসহ প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ থাকা;
- আন্তর্জাতিক কর্ম-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য প্রবীণ ব্যক্তিগণ নিজেদের ব্যক্তি, নাগরিক, সমাজ ও সরকারের সকল মহলের সাথে সমঅংশীদারিত্ব তৈরী করা;
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রবীণদের নিজস্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তাদের সরাসরি উপকারে আসে এমন বিষয়ে কার্যকরিভাবে সোচ্চার হওয়া;
- নারী পুরুষের মধ্যকার জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করাসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রবীণদের মধ্যে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা; এবং
- বার্ধক্যজনিত, ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং স্বাস্থ্যগত জটিলতার মোকাবেলা করতে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও দক্ষতার সমন্বয় করা এবং প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

প্রবীন ব্যক্তিদের সার্বিক কল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সাল হতে বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। পরবর্তীতে ২০০২ সালে 'মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক কর্ম-পরিকল্পনা' গৃহীত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার উক্ত পরিকল্পনা'র প্রতি রাষ্ট্রীয় সমর্থন ব্যক্ত করেছে। প্রবীণদের অধিকার, উন্নয়ন এবং সার্বিক কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থায়ী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা আবশ্যক হওয়ায় **'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা'** প্রণয়ন করা হল।

০২. জাতীয় প্রবীণ নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goal and Objectives):

লক্ষ্য (Goal):

প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্রমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য (Objectives):

- সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালাসমূহে (স্বাস্থ্যনীতি, নারী উন্নয়ন নীতি, গৃহায়ন, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি নীতিমালাসমূহ) প্রবীণ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা এবং যথাযথ কর্মপরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট করে তা বাস্তবায়ন করা;

- বাংলাদেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবদানের স্বীকৃতিসহ সামগ্রিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;

- স্থানীয় সরকার, উন্নয়ন ও সামাজিক উদ্যোগে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রবীণদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরির নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে প্রবীণদের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিদ্যমান সরকারি এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোতে প্রবীণদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেবা প্রদানের নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবীণদের স্বাস্থ্য সহায়তার ক্ষেত্রে সামাজিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করা;

- ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও প্রচলিত যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে প্রবীণদের সার্বিক সুরক্ষার আইন প্রণয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা;

- রাষ্ট্রীয় তথ্যের ক্ষেত্রে প্রবীণ বিষয়ক তথ্য সুনির্দিষ্ট করা এবং সে সাথে তা হালনাগাদ করা, এর জন্য জরিপ ও গবেষণা কাজ পরিচালনা;

- সকল শ্রেণীর প্রবীণ উপযোগী আবাসন নিশ্চিত করা এবং যাবতীয় ভৌতকাঠামো প্রবীণবান্ধবকরণ;

- সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথা দুর্যোগপূর্ব সতর্কীকরণ, দুর্যোগকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আশ্রয়, ত্রাণ এবং পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে প্রবীণদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

- প্রবীণ ইস্যু সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গণমাধ্যমকে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতার আওতায় আনা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে প্রবীণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ;

- প্রবীণ নারী এবং প্রতিবন্ধী প্রবীণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সকল বৈষম্য ও অবহেলা দূর করে বিশেষ সহায়তা প্রদান; এবং

- আন্তঃপ্রজন্ম যোগাযোগ ও সংহতি গঠন এবং সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ।

০৩. প্রবীণ ব্যক্তি (Older Persons):

বার্ধক্য মানুষের জীবনে একটা স্বাভাবিক পরিণতি। বার্ধক্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তবে শারীরিক, মানসিক, আচরণগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক বিবেচনায় জরা বিজ্ঞানীরা মূলত বয়সের মাপকাঠিতে বার্ধক্যকে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহে ৫৬ (পঁয়ষট্টি) বছর বয়সী ব্যক্তিদের প্রবীণ হিসাবে বিবেচনা করা হলেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং জাতিসংঘ ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬০ (ষাট) বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিদেরকে প্রবীণ বলে অভিহিত করা হয়। জাতিসংঘ ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬০ (ষাট) বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিগণ প্রবীণ হিসেবে স্বীকৃত হবেন।

০৪. বাংলাদেশে প্রবীণ ব্যক্তিদের অবস্থা (Situation of Older Persons in Bangladesh):

বাংলাদেশে প্রায় ১৫ কোটি (২০১১ এর আদম শুমারী অনুযায়ী) লোক ১,৪৪,০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বসবাস করছে। গত কয়েক দশক যাবৎ বাংলাদেশে বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে মানুষের মধ্যে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, মৃত্যুহার কমে গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক পরিসংখ্যান (সূত্র : বিআইডিএস) অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে মোট জনসংখ্যার ৪.৯৮ শতাংশ ছিল প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং ২০০১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০50 সালে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর এ হার হবে ২০ শতাংশ অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রতি পাঁচ জন মানুষের মধ্যে একজন হবেন প্রবীণ। এ বৃদ্ধির হার আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী দেশে প্রায় ৩০.৫ শতাংশ (২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী) লোক দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে।

বাংলাদেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রধান সমস্যাবলীর মধ্যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা অন্যতম। আমাদের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে পরিবার হল একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। অতীতে প্রবীণেরা যৌথ পরিবারে সকলের নিকট হতে সেবা এবং সহায়তা পেতেন এবং এভাবেই তাদের প্রবীণ সময় কেটে যেত। পরিবার এবং সমাজে প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনসহ তাদের বেশি যত্ন নেয়ার একটি বিশেষ মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির চর্চা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নানা পরিবর্তনের ফলে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। প্রবীণেরা হারাচ্ছে তাদের প্রতি সহানুভূতি, বাড়ছে অবহেলা আর তারা শিকার হচ্ছেন বঞ্চনার। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারায় দেখা যাচ্ছে প্রবীণরা প্রথমত নিজ পরিবারেই তাদের ক্ষমতা ও সম্মান হারাচ্ছেন এবং ধীরে ধীরে সমাজের সকল কর্মকাণ্ড হতে বাদ পড়ছেন। বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের প্রবীণদের বার্ধক্যজনিত সমস্যা আর অন্যদিকে চরম আর্থিক দীনতার মধ্যে থাকার কারণে তারা পরিবার হতে শুরু করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সকল ধরনের সেবা পাবার সুযোগ হতে বঞ্চিত। ফলে প্রবীণ এই জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে যা আগামীতে একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। সমাজের বিপুল এ জনগোষ্ঠীকে কোনভাবেই উপেক্ষা করার উপায় নেই। তাই বর্তমানে প্রবীণদের উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার প্রবীণ ব্যক্তিদের সমস্যাগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক ১৯৯৮ সালে দেশের দরিদ্র প্রবীণদের জন্য "বয়স্ক ভাতা" কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সরকার অবসর প্রাপ্তদের পেনশন ব্যবস্থা সহজীকরণ ও সুবিধাদি বৃদ্ধি করেছে। তবে প্রবীণদের বৃহত্তর স্বার্থে অর্থাৎ প্রবীণদের অধিকার, উন্নয়ন এবং সার্বিক কল্যাণের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

০৫. বাংলাদেশের সংবিধানে প্রবীণ ব্যক্তি (Older Persons in the Constitution of Bangladesh):

বাংলাদেশের সংবিধানে সরাসরিভাবে প্রবীণদের বিষয়টি উল্লেখ না থাকলেও দেশের সকল অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণিকে সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। নিম্নোক্ত ১৫নং অনুচ্ছেদটি এ নিশ্চয়তা বিধানের সাথে সরাসরি যুক্ত:

অনুচ্ছেদ: ১৫

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার;

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।

০৬. প্রবীণ ব্যক্তিদের অবদানের স্বীকৃতি (Recognition of the contribution of Older Persons):

আজকের সমাজ ও সভ্যতার কারিগর মূলত প্রবীণরাই। তাই তাদের সামাজিক অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা নিম্নে বর্ণিত হল:

(১) পরিবার, জনসমষ্টি ও অর্থনীতিতে প্রবীণদের অবদান স্বীকার করা এবং সেগুলোকে উৎসাহিত করা;

(২) প্রবীণ ব্যক্তিরা যাতে দেশের চলমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জীবনশিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখতে পারেন সেজন্য সুযোগ সৃষ্টি করা ;

(৩) প্রবীণ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সে অনুযায়ী সমাজে বসবাসের নিশ্চয়তা বিধান;

(৪) প্রবীণ জনগোষ্ঠীর উৎপানশীল ক্ষমতার নিরিখে স্বীকৃতি দেয়া এবং সরকারি ও বেসরকারি কাজে ব্যবহার;

(৫) জাতীয়, সামাজিক ও স্থানীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা ও সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রবীণ নারীরাও যাতে পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণ করতে পারেন সেজন্য উদ্যোগ গ্রহণ।

০৭. আন্তঃপ্রজন্ম যোগাযোগ ও সংহতি (Intergenarational Communication and Solidarity):

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে আন্তঃপ্রজন্ম সংহতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রজন্মসমূহের মধ্যকার ব্যবধান দূর করে সকল বয়সীদের জন্য সমাজ গঠনের লক্ষ্যে:

(১) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে বার্ধক্য বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে নতুন প্রজন্মকে সচেতন করে তোলা;

(২) নতুন প্রজন্মের মধ্যে সংহতি জোরদারকরণ;

(৩) সকল বয়সীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম, সভা, সেমিনার, আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রবীণ ও নতুন প্রজন্মের মধ্যকার মতভেদ ও পার্থক্য দূরীকরণ এবং পারস্পারিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটানো;

(৪) প্রবীণদের জ্ঞান এবং মেধাকে প্রজন্মান্তরে চলমান করার জন্য পারিবারিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৫) প্রত্যেক প্রজন্মকে তাদের মাতা-পিতা এবং প্রবীণ স্বজনদের সেবা প্রদানে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিতকরণ।

০৮. প্রবীণ ব্যক্তির সামাজিক সুযোগ-সুবিধা (Social Facilities for Older Persons):

প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রাপ্য সম্মান প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে করণীয়:

(১) প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে "জ্যেষ্ঠ নাগরিক" (Senior Citizen) হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান;

(২) প্রবীণ ব্যক্তিগণকে সমাজের বৈষম্য ও নিপীড়নমুক্ত নিরাপদ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা বিধান;

(৩) জাতি ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সম্পদ, মর্যাদা, লিঙ্গ, বয়স নির্বিশেষে রাষ্ট্রে প্রবীণ ব্যক্তিদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা;

(৪) সমাজে প্রবীণ ব্যক্তিদের শিক্ষা, সাংস্কৃতি, ধর্মীয়, নৈতিক ও চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রবেশাধিকার/অভিগম্যতা নিশ্চিত করা;

(৫) সামাজিক বিচ্ছিন্নতা কমানোর জন্য সামজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি ও ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান;

(৬) প্রবীণ ব্যক্তিদের মানবাধিকার ও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার সুরক্ষা;

(৭) সকল প্রকার টার্মিনাল ও স্ট্যান্ড, হাসপাতাল ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ভবনসমূহে ঢালুপথের (Ramp) ব্যবস্থা করা। শহরের প্রতিটি ফুটপাত, উঁচু রাস্তার শেষপ্রান্ত চলাচলের সুবিধার্থে ঢালু করা;

(৮) প্রবীণ নাগরিকদের জন্য "পরিচিতি কার্ড" প্রবর্তন;

(৯) সকল প্রকার যানবাহনে (বিমান, বাস, ট্রেন, লঞ্চ, ষ্টীমার, মনোরেল, মেট্রোরেল ইত্যাদি) প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং বিশেষ ছাড়ে অর্থাৎ স্বল্প মূল্যে টিকিট প্রদানের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি প্রবীণ ব্যক্তিদের টিকিট সংগ্রহের কষ্ট লাঘব করার জন্য পৃথক টিকিট কাউন্টার স্থাপন;

(১০) প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য দিবা-যত্ন কেন্দ্র (Day Care Centre) এবং প্রবীণ নিবাস (Old Home) স্থাপন;

(১১) দুঃস্থ প্রবীণ ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর দাফন/কাফন এবং সৎকারের ব্যবস্থা করা।

০৯. জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা (Security in Life and Property of Older Persons):

প্রবীণ ব্যক্তিদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার লক্ষ্যে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে তা হল:

(১) সমাজ ও পরিবারে প্রবীণ ব্যক্তিরা যাতে অবহেলা, অবজ্ঞা, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার না হন তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা;

(২) পরিবারে প্রবীণ পুরুষ ও প্রবীণ নারীদের ন্যায্য সম্পত্তি ভোগের অধিকার নিশ্চিত করা এবং আইনগতভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান;

(৩) স্বেচ্ছাসেবী, উন্নয়ন এবং অন্যান্য উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে দেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষা ও সম্পত্তি ভোগের প্রয়োজনে আইনগত ও অন্যান্য উপায়ে সহযোগিতা প্রদান;

(৪) প্রবীণ ব্যক্তিদের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও ঝুঁকিপূর্ণ হলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক পূর্ণভাবে নিরাপত্তা বিধান করা।

১০. দারিদ্র দূরীকরণ (Poverty Reduction):

বিশ্ব সম্প্রদায় দারিদ্র দূরীকরণের জন্য অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কিন্তু এখনও অনেক প্রবীণ ব্যক্তি এ নীতি ও কর্মসূচির বাইরে রয়ে গেছে। দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিদের দারিদ্র লাঘবের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

(১) আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে চরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাসরত প্রবীণের সংখ্যা সর্বনিম্নে নামিয়ে আনা। এ জন্য সামাজিক সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা;

(২) দারিদ্র হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গৃহীত নীতিমালা ও কর্মসূচিতে প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্তকরণ;

(৩) জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে হতদরিদ্র প্রবীণদের চিহ্নিত করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন;

(৪) নিয়োগ, আয়বর্ধক কাজের সুযোগ, ক্ষুদ্রঋণ, বাজার ও সম্পদের ওপর প্রবীন ব্যক্তিদের সমপ্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;

(৫) প্রবীণ, বিশেষ করে প্রবীণ নারীদের আয়বর্ধক এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণে সহায়তা করা; এবং

(৬) প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য টেকসই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১১. আর্থিক নিরাপত্তা (Financial Security):

বাংলাদেশে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। প্রবীণ ব্যক্তিদের আর্থিক নিরাপত্তা বিষয়ে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

(১) পল্লী ও শহর এলাকায় প্রবীণবান্ধব স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প প্রবর্তন করা এবং সে ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করা;

(২) সক্ষম প্রবীণ ব্যক্তিদের বয়স উপযোগী পল্লী ও শহর এলাকার সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উপযুক্ত কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ;

(৩) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অস্বচ্ছল প্রবীণ ব্যক্তির পোষ্য/নির্ভরশীলদের নিয়ম অনুযায়ী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা;

(৪) সক্ষম প্রবীণ ব্যক্তিদের বেকারত্ব দূরীকরণ ও আর্থিক নিরাপত্তার জন্য সরকারের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রম উৎসাহিত ও জোরদার করা;

(৫) সক্ষম ও আগ্রহী প্রবীণ ব্যক্তিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

(৬) প্রবীণ ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রমে সরকারি অনুদান বরাদ্দ করা;

(৭) সক্ষম ও আগ্রহী প্রবীণ ব্যক্তির কর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে ও সুদমুক্ত/স্বল্পসুদে ঋণের ব্যবস্থা করা;

(৮) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবীণদের জন্য প্রণোদনামূলক বিশেষ সঞ্চয় স্কীম চালু করা; এবং

(৯) পর্যায়ক্রমে প্রবীণদের জন্য Universal, Non-Contributory Pension Scheme চালু করা।

১২. প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি (Health Care and Nutrition for Older Persons):

বার্ধক্যে পৌঁছে প্রবীণ ব্যক্তি যাতে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বস্তিতে থাকতে পারেন সে লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

(১) প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচলিত মেডিকেল শিক্ষা পাঠক্রমে বার্ধক্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা (Geriatric Care and Medicine) বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালে (Geriatric) বিভাগ থাকা বাঞ্ছনীয়। জরা বিজ্ঞান (Gerontology) ও বার্ধক্যজনিত রোগসহ প্রবীণ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী চিকিৎসা পেশাজীবীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি প্রবর্তন করা;

(২) সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সুবিধাদি সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করা;

(৩) সরকারি ও বেসরকারি অবকাঠামোতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পরিচর্যার ক্ষেত্রে প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম আরম্ভ ও জোরদার করা এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রবীণ উপযোগী/প্রবীণবান্ধব ঔষধের ব্যবস্থাকরণ;

(৪) সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রবীণ ব্যক্তিগণ যাতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুত চিকিৎসা সুবিধা লাভ করতে পারেন তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। এজন্য পৃথক কাউন্টার ও ওয়ার্ড স্থাপন এবং প্রত্যেক হাসপাতালে কমপক্ষে ৫ শতাংশ সিট প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণ;

(৫) সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাকেন্দ্র, রোগ নির্ণয়, প্রবীণ স্বাস্থ্য পরিসেবা কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহিত করা ও সরকারি অনুদান প্রদান করা। এ সমস্ত চিকিৎসাকেন্দ্রে অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদেরকে স্বল্প/বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ঔষধ সরবরাহের সুবিধা প্রদান করা;

(৬) সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতলে প্রবীণ ব্যক্তিদের চিকিৎসার সুবিধার্থে Health Access Voucher, Health Service Card ইত্যাদি চালু করা;

(৭) প্রবীণদের জন্য মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে স্বাস্থ্য সহকারী এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শককের দায়িত্বে প্রবীণদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়সমূহ (রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, চোখের সমস্যা, বাত, কানের সমস্যা, হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি) সুনির্দিষ্টভাবে সংযোজন,

(৮) প্রবীণ ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের বার্ধক্য, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি, খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য তালিকা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করার জন্য Health Worker এবং নার্সদের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে প্রবীণ উপযোগী খাদ্য অভ্যাস, ব্যায়ামচর্চা, চলাচল করাসহ দৈনন্দিন জীবন প্রণালী বিষয়ে উপদেশমূলক (Health tips) নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা এবং পাশাপাশি দেশের সকলের জন্য পুষ্টিকর ও নির্ভেজাল খাবার সহজলভ্য করা;

(৯) প্রবীণ উপযোগী মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ ও জোরদার করা। এক্ষেত্রে পরিবার এবং কমিউনিটিকে প্রবীণ ব্যক্তিদের মানসিক চিকিৎসা সুবিধা ও পরিচর্যা প্রদান বিষয়ে সচেতন করে তোলা।

(১০) বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোতে প্রবীণবান্ধব চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার পাশপাশি প্রয়োজনীয় Referral service এর ব্যবস্থা করা;

(১১) সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রবীণ ব্যক্তিদের চক্ষু, নাক-কান-গলা, দন্ত ইত্যাদি চিকিৎসার জন্য অস্থায়ী এবং ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা করা এবং স্বাস্থ্যসেবা সহায়ক উপকরণ(Assistive device) সহজলভ্য করা।

(১২) পরিবারের শয্যাশায়ী এবং দৈনন্দিন জীবনযাপন কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম নন এমন প্রবীণদের জন্য স্বেচ্ছাসেবা ভিত্তিক হোম কেয়ার (Home care) চালু করা;

(১৩) দেশের আপামর জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে "স্বাস্থ্য বীমা" ব্যবস্থার প্রচলন ও বিকাশ ঘটানো।

(১৪) সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন জনগোষ্ঠী পেতে এবং বার্ধক্যে সুস্থ ও সক্রিয় থাকতে হলে শিশু বয়স হতেই স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে একটি জীবনব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গির (Life course/cycle approach) ধারণা এবং নির্দেশনা দেওয়ার জন্য গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য উপযুক্ত মাধ্যমে স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা এবং যুবক ও মধ্যম বয়সীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সুষম খাদ্য, শারীরিক ব্যায়াম অভ্যাস, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ধূমপান, মদপান, মাদকাসক্তি ইত্যাদির পরিণতি বিষয়ে সচেতন করে তোলা।

(১৫) প্রবীণ নারীদের স্বাস্থ্যগত বিশেষ জটিলতা ও অসুস্থতার বিষয়টি গুরত্বের সাথে বিবেচনা করে উপযুক্ত চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা।

১৩. প্রবীণ ব্যক্তি এবং এইচ আইভি/এইডস (Older Persons and HIV & AIDS):

এইচআইভি ও এইডস হতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ

(১) এইচআইভি ও এইডস এর ঝুঁকি ও পরিণতি সম্পর্কে সামাজিকভাবে এবং গণমাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইতিবাচক জ্ঞান ও ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

(৩) সামাজিক ও নৈতিকভাবে কাঙ্খিত সুস্থ্য ও সামাজিক জীবনযাপনে আগ্রহী হবার লক্ষ্যে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করা।

(৪) এইচআইভি ও এইডস এ আক্রান্ত প্রবীণ রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থার প্রতি নজর দেয়া।

১৪. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগে প্রবীণ ব্যক্তি (Climate Change and older Persons in Emerqency):

জরুরি অবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, শৈত্যপ্রবাহ, মঙ্গা প্রভৃতি কারণে প্রবীণ ব্যক্তিরা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রবীণ ব্যক্তিরা পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে নজর দেয়া হবেঃ

(১) সরকার কর্তৃক প্রবীণ ব্যক্তিদের জরুরি মানসিক সাহায্য প্রদান করে তাদের সহায়তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থাকরণ;

(২) জরুরি অবস্থায় প্রবীণ ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা এবং তাদের চাহিদা, অবস্থান ও অসহায়ত্ব চিহ্নিত করা;

(৩) ত্রাণ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে দুর্যোগ অবস্থায় প্রবীণ ব্যক্তিদের শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত বিষয় সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার উপায় বের করা;

(৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ উত্তর পুনর্বাসনে প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান;

(৫) প্রবীণ নারীরা সুনির্দিষ্টভাবে যেসব ঝুঁকির মুখোমুখি হন, সেসব দিকে খেয়াল রেখে দুর্যোগকালে প্রবীণ নারীদের শারীরিক, মানসিক, যৌন নিপীড়ন ও আর্থিক শোষণ হতে সুরক্ষা এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(৬) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রবীণদের প্রতি প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করা এবং তা নিরসন;

(৭) জলবায়ু পরিবর্তনে যেকোন কর্মসূচিতে প্রবীণদের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

(৮) জলবায়ু পরিবর্তনে প্রবীণদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ;

(৯) সকল পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস নিরসন পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রবীণদের সম্পৃক্তকরণ এবং দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট প্রবীণ ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করা;

(১০) বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রবীণদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা;

(১১) ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রবীণদের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ, প্রবীণ উপযোগী ত্রাণ সামগ্রী নির্বাচন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে সরকারি এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ কর্তৃক ত্রাণ কার্যক্রম ও নীতিমালা গ্রহণ এবং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ; এবং

(১২) প্রবীণ উপযোগী পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং ঐ কর্মসূচিতে প্রবীণদের অন্তর্ভুক্তি/অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

১৫. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Education and Traininag):

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রক্ষার্থে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণঃ

(১) সরকারিভাবে প্রবীণ ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তথ্যাবলী জানার অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া। প্রবীণ বিষয়ক শিক্ষা কারিকুলাম প্রস্তুতকরণ এবং উন্নয়ন সাধন;

(২) প্রবীণ ব্যক্তিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো। প্রবীণ বক্তিদের সৃষ্টিকৃত কৃষ্টি,সংস্কৃতি, সামাজিক ঐতিহ্য ও দক্ষতা কাজে লাগানো। পাঠাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে প্রবীণ ব্যক্তিদের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;

(৩) সকল বয়সী ব্যক্তি, পরিবার এবং জনগোষ্ঠীর জীবনচক্রে বার্ধক্য প্রক্রিয়া, এর ভূমিকা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্বাবলী বিষয়ে সচেতন করে তোলা। পরিবারে এবং বাইরে প্রবীণ ব্যক্তিদের অবদান বিষয়ে গণমাধ্যম ও অন্যান্য ফোরামের মাধ্যমে তোলে ধরা;

(৪) প্রত্যেক ধর্মে প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান ও সেবা-যত্নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রতি অধিকতর সেবা-যত্ন ও মনোযোগ দেয়ার বিষয়ে পরিবারের সদস্য ও সমাজের লোকদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণ। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করা এবং নতুন প্রজন্মের নিকট ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করা;

(৫) প্রবীণ শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করা যাতে অবসর গ্রহণের পরও তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগানো যায়; এবং

(৬) দেশের উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রমে Geriatric Medicine, Gerontology, Ageing and Development ইত্যাদি কোর্স চালু করা।

১৬. বিশেষ কল্যাণ কার্যক্রম (Special Welfare Activities):

প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি প্রবর্তনে উদ্যোগ গ্রহণ করা:

(১) সমাজের দরিদ্রতম, সুবিধাবঞ্চিত, প্রতিবন্ধী, শারীরিকভাবে রুগ্ন-দুর্বল এবং পারিবারিক সাহায্যবিহীন প্রবীণ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা এবং তাদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ। অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সেবার প্রতি গুরুত্ব আরোপকরণ;

(২) প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণে নিয়োজিত উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে উৎসাহিত ও জোরদারকরণ। পরিবারের প্রবীণ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানের জন্য সরকারি ত্রাণ এবং অন্যান্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা এবং সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম চালু করা;

(৩) সরকারি ও বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ‘কল্যাণ তহবিল’ গঠন করা;

(৪) প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্রের ন্যায় ‘প্রবীণ কল্যাণ সঞ্চয়পত্র’ প্রবর্তন করা;

(৫) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুদানে তহবিল গঠন এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণে ব্যয় করা;

(৬) সমাজের শিল্পপতি, ধনীব্যক্তি, দানশীল ব্যক্তির ট্রাস্ট/প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্যদের নিকট হতে দান ও অনুদান সংগ্রহ করে তহবিল গঠন; এবং

(৭) সরকারি বাজেটে প্রবীণদের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি ও প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ এবং প্রবীণদের কল্যাণে গঠিত প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান করা।

১৭. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (Voluntary Agency):

(১) সরকার প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রমকে উৎসাহিত এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে।

(২) প্রবীণ ব্যক্তির বিষয়ে সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মধ্যে যোগাযোগ ও আলোচনাক্রমে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদান করা এবং জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

(৩) প্রবীণ ব্যক্তি বিষয়ক ট্রাস্ট, দানশীল ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রবীণ কল্যাণে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত নীতিমালার আওতায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(৪) প্রবীণ ব্যক্তি বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গঠনের উদ্যোগকে সরকার কর্তৃক উৎসাহিত করা হবে। পেশাজীবী ও কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ সমিতিকে তাদের পরিবারের প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য সেবা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি প্রবর্তনের লক্ষ্যে উৎসাহিত করা।

১৮. কমিটিসমূহ (Committees):

দেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়নে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি কাজ করবে:

(১) প্রবীণ ব্যক্তি বিষয়ক জাতীয় কমিটি।

(২) জেলা প্রবীণকল্যাণ কমিটি।

(৩) থানা/উপজেলা প্রবীণকল্যাণ কমিটি।

(৪) পৌর ওয়ার্ড/ইউনিয়ন প্রবীণকল্যাণ কমিটি।

১৯. বাস্তবায়ন কৌশল (Implementation Strategies):

১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটি জাতীয় নীতিমালার বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা এবং পরিবীক্ষণ করবে।

২. প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার, উন্নয়ন এবং কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক শাখা স্থাপন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হবে। ঐ পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রবীণ ব্যক্তি এবং নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে।

৩. সরকার প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার, উন্নয়ন এবং কল্যাণের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৪. প্রবীণ ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন এবং কল্যাণ বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ প্রদান।

৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার, উন্নয়ন এবং কল্যাণ বিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং গবেষণা কাজ পরিচালনা করবে। গবেষণা এবং সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির সুপারিশের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৬. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনায় প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সমন্বয় এবং প্রশাসনিক উদ্যোগ নিশ্চিত করবে।

৭. প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে অবহেলা ও নিপীড়নের হাত হতে রক্ষা করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত আইন/সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করবে।

৮. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্রসমূহ এবং গণমাধ্যম তাদের কার্যক্রমে বার্ধক্য ও প্রবীণ কল্যাণ বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করে গণসচেতনতা সৃষ্টি করবে।

২০. নীতিমালা সংশোধন (Amendment of the Policy):

নির্দিষ্ট সময়ান্তে সকল মহলের অংশগ্রহণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গঠিত জাতীয় কমিটি জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা পর্যালোচনা করতে পারবে এবং পর্যালোচনার ভিত্তিতে নীতিমালার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিবর্ধন ও সংশোধনের সুপারিশ করবে। সরকার তথা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সে অনুযায়ী নীতিমালা বা তার অংশ বিশেষ সংশোধন করতে পারবে। সংশোধিত অংশ জারিকৃত নীতিমালার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
শাহ্-ই-আলম পাটোয়ারী, ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd